R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

বন্যার তাণ্ডবে মহকুমার অবস্থা ভয়াবহ, ত্রাণ ব্যবস্থা অপ্রতুল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের খেজুরতলা, সেকেন্দ্রা, গিরিয়া, মিঠিপুর, সেখালীপুর, বড়শিমূল ইত্যাদি গ্রামগুলি গঙ্গা ও পদ্মার জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গিয়ে গ্রামবাসীদের অবস্থা ভয়াবহ করে তুলেছে। নীচু এলাকার লোকজনকে উঁচু এলাকায় সরিয়ে আনা হয়েছে বড়শিমূল হাই স্কুল ও ব্লক অফিসের কাছে ফ্লাড রিলিফ সেন্টারে বেশ কিছু পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। গত ২৯ আগষ্ট থেকে গঙ্গা ও পদ্মার জলস্তর বৃদ্ধি শুরু হয়। বর্ত্তমানে শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ। নৌকা চালু করা হয়নি। ঐ সমস্ত এলাকায় বন্যা প্রতিরোধে কয়েক বছর আগে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে মাটির একটি দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এবারের বন্যার জলের চাপে বাঁধের বেশ কিছু জায়গায় ফাটল দেখা দেয়। অধিবাসীরা বালির বস্তা দিয়ে ফাটল বন্ধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে দেয়। চর বাজিতপুর ও ফিরোজপুর চর এলাকার প্রায় পরিবারই রিলিফ সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছে। সরকার থেকে ড্রাই ফুড ও পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যার ভয়াবহতার তুলনায় ত্রাণ ব্যবস্থা অপ্রতুল। ৬৫০টি ত্রিপল, ২৫ মেট্রিক টন গম, ১৮ কুইন্টাল গুড় এবং ৩ কুইন্টাল চিড়ে ও নগদ ৪০ হাজার টাকার ব্যবস্থা আপাততঃ হয়েছে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

গ্রামকে গ্রাম কংগ্রেস সমর্থক সি পি এমে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাড়াপাড়ার প্রায় অধিবাসী ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক কিন্তু তাঁরা কংগ্রেস প্রধান আবুল কাশেম সেখ ও তাঁর আত্মীয় ও সমর্থকদের অনৈতিক কার্যকলাপ এবং দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে সিপিএমে যোগদানের জন্য আবেদন করেছেন। এক লিখিত আবেদনে দুলাল সেখ, সেখ মহিম, পিনটু সেখ সহ প্রায় ৮২ জন, কংগ্রেসী দলের খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তাঁদের দল ও সমর্থন ত্যাগের কথা জানিয়ে সিপিএম দলের কাছে সমর্থক হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। এর সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অহব সেখও আছেন।

হিন্দু মিলন মন্দিরের রাখী পুর্ণিমা উৎসবে অপ্রীতিকর ঘটনা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ আগষ্ট ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরে রাখী পূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। ঐদিন বেলা ১০টায় বিশাল এক ধর্মীয় মিছিল শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠযোগে শহর পরিক্রমা করে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীগীতা ও চণ্ডীপাঠ করা হয়। সকাল ৭টায় শঙ্খবাদন প্রতিযোগিতা, ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত দীক্ষাদান প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে। বিকেল ও সন্ধ্যেয় অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বিপুল জন-সমাগমের মধ্যে পালিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী হীরণ্ময়ানন্দজী। রাতে বৈদিক হোম ও শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এত সুন্দর একটি সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে দুটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দর্শনার্থীদের ব্যথিত করে। শ্মশানের পূজারী মঙ্গল ঠাকুর ঐদিন সকালে স্বামী হীরণ্ময়ানন্দজীর কাছে অভিযোগ আনেন যে তাঁকে মিলন মন্দিরের যুগ্ম সম্পাদক আশীষ রুদ্র মারধোর করেছেন। যদিও আশীষ রুদ্র তা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, বিগ্রহ প্রণাম নিয়ে তাঁর সঙ্গে মঙ্গল ঠাকুরের বচসা বাধে এবং মঙ্গল তাঁকে মন্দির থেকে বাইরে বেরুতে বাধা দিলে তিনি বাধ্য হয়ে মঙ্গলকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মিতালী জুয়েলার্সের মালিক গুলিতে নিহত

ধুলিয়ান ঃ গত ১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে সাড়ে আটটা নাগাদ স্থানীয় 'মিতালী জুয়েলার্স' এর মালিক স্বর্ণশিল্পী যুগোলকিশোর কর্ম্মকার (৬৫) দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফেরার পথে গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যান! আততায়ী তাঁর বুক লক্ষ্য করে গুলি করে। অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। জায়গা সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে তাঁর এই মৃত্যু বলে স্থানীয় অনেকের ধারণা। এখন পর্যন্ত পুলিশ এই হত্যার কোন কিনারা করতে পারেনি বা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সন্ধ্যে রাতে এই ধরনের খুনের ঘটনায় শহরের মানুষ বিচলিত হয়ে ওঠে। ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে ২ সেপ্টেম্বর ধুলিয়ান বাজারের সমস্ত দোকান বন্ধ থাকে।

এনটিপিসি এলাকার শ্রেষ্ঠ ফুটবলারদের নিয়ে কোচিং সেণ্টার

নবারুণ ঃ গত ১৬ আগষ্ট থেকে এন টি পি সি স্পোর্টস কাউন্সিল, পূবারুণের উদ্যোগে নেতাজী ষ্টেডিয়ামে এন টি পি সির ৮ কিমির মধ্যে অবস্থিত ১২টি স্কুলের ফুটবল দলকে আমন্ত্রিত করা হয়। গত ২৮ আগষ্ট ফাইনাল খেলায় এন টি পি সির জেনারেল ম্যানেজার ফুটবলে প্রথম কিক মেরে খেলার সূচনা করেন। এই খেলায় নয়নসুখ স্কুল টিম কালিয়াচক টিমের কাছে ২-৩ গোলে পরাজিত হয়। খেলায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার নির্বাচিত হন কালিয়াচক স্কুলের সফিকুল ইসলাম। স্পোর্টস কাউন্সিল সম্পাদক বি কে ব্যানার্জী বলেন, শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি ফুটবল কোচিং শুরু করাই হল এই খেলার উদ্দেশ্য।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।

।। পুনঃ তৎপরতা ।।

আমাদের পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত প্রতিবেদন, যাহা গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এলাকার সকল মানুষকে নিঃসন্দেহে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চল চোরা-কারবারীদের স্বর্গরাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ হইতে তথা ভারত হইতে বিবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যাদি এবং গো-মহিষাদি তাহারা বাংলাদেশে চালান করিতেছে। বে-আইনী-ভাবের এই কারবারে এক শ্রেণীর মানুষ এমন আর্থিক কৌলীন্য লাভ করিতেছে, যাহা অভাবনীয়। কোনও রকমে এক বৎসর যদি 'কারবার' চালাইতে পারা যায়, ত পরবর্তী পুরুষের গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিত নিরাপত্তা দেওয়া যায়। ইহারা প্রশাসনকে পরোয়া করে না। সর্বত্র 'টু পাইস' এর ব্যবস্থা যদি থাকে, তবে চিন্তার কী আছে?

প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, অরঙ্গাবাদ বাজারের বড় বড় দোকান-গুলিতে এক বিশেষ ধরনের ক্রেতার এত ভীড় হইতেছে যে, স্থানীয় মানুষ সেই সব দোকান হইতে মাল কিনিতে অপারগ হইয়া পড়িতে-ছেন। এই অঞ্চলের চোরাঘাটগুলি এতদিন বন্ধ ছিল; বর্তমানে সেগুলি খুলিয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত ঘাটগুলি দিয়া চাল, চিনি, লবণ, হরলিক্স, ব্যাটারী প্রভৃতি এই দেশ হইতে বাংলাদেশে চোরাপথে পাচার হইতেছে। অরঙ্গাবাদ বাজার হইতে এই সব মাল সংগ্রহ করা হইতেছে। চোরাকারবারীরা 'মহামন্ত্রবলে' পুলিশ-কাষ্টমসকে 'নম্রশিরঃ' করিতেছে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে।

শুধু অরঙ্গাবাদ বাজার এলাকা নয় পঃ বঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে রমরমা কারবার চলিয়াছে। সুদূর পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি স্থান হইতে উৎকৃষ্টশ্রেণীর গো-মহিষাদি পাচার করা হইতেছে। হতভাগ্য জীবগুলি আত্মদান করতঃ রাক্ষসসমূহের ভক্ষ্য হইয়া বাংলাদেশের পেট্রোডলার লাভের পথ প্রশস্ত করিতেছে। আর এই সুবাদে উভয় দেশের সীমান্তের প্রচুর মানুষ কুবের সদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে কোনও চাপে পড়িয়া কিছুদিন কারবার হয়ত বন্ধ থাকে; আবার পুরাদমে শুরু হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় হেন বস্তু নাই, যাহা বাংলাদেশে পাচার করা হইতেছে না; আর সেখান হইতে বিবিধ ইলেকট্রনিক শৌখিন দ্রব্যাদি এদেশে প্রেরণ করা হইতেছে। উভয় দেশেরই এক শ্রেণীর মানুষ 'মিথোজীবী' হইয়া বিপুল অর্থের অধিকারী হইতেছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইহার প্রতিকার হইতেছে না কেন? কেনই বা এমন বেআইনী পাচার চলিবে? অবশ্যই প্রশাসনকে তৎপর হইতে হইবে। প্রতিকারের পথ থাকিলেও কি কোন উপায় আছে? সারা দেশের তা-বড় তা-বড় নেতা যেখানে চরম দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জমান, একের পর এক কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা সারা দেশে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেখানে মসীলিপ্ত মুখে দুর্নীতিমুক্তির কথা নিতান্তই বেমানান। গদীর কল্যাণে অনেক গালভরা বুলি বলা যায় কিন্তু তাহাতে কাজ হয় না।

আমরা সাধারণ স্তরের মানুষ; আমাদের দাবী—অনুপ্রবেশ বন্ধ হউক, চোরাপথে বাংলাদেশে মাল পাচার বন্ধ করা হউক। এ দেশের জনস্বার্থ রক্ষিত হউক।

শিক্ষক দিবস ঃ একটি আত্মসমীক্ষা

মানিক চট্টোপাধ্যায়

'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।' কবির এই উপলব্ধি জীবনের সর্বক্ষেত্রে। জীবনের সঙ্গে জীবনের মেলবন্ধনে কোন জিনিস তার সার্থক রূপ পায়। 'শিক্ষা' তাই জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চলে। জীবনকে বাদ দিয়ে শিক্ষা নয়। জীবনের অভিজ্ঞতার আত্তীকরণই হল শিক্ষার এক মূল্যবান দিক।

শিক্ষাদানে যাঁরা রত থাকেন তাঁরাই শিক্ষক। ব্যাপক অর্থে সকলেই শিক্ষক। সঙ্কীর্ণ অর্থে, যাঁরা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (যে কোন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) পঠন-পাঠনের দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা শিক্ষক। শিক্ষক দিবসে এই শিক্ষকদের ভূমিকার কথাই বলা হয়। যুগে যুগে শিক্ষার কাঠামো পরি-বর্তিত হয়েছে। প্রাচীনযুগের শিক্ষা—মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থার পথ পরিক্রমা করে 'শিক্ষা ব্যবস্থা' একবিংশ শতাব্দীর সোপানে পা রাখতে চলেছে। এখানেই শুরু হয়েছে মূল্যায়ন। অতীতযুগের শিক্ষকেরা কেমন ছিলেন—এ প্রজন্মের শিক্ষকেরা কী ধরনের ভূমিকা পালন করছেন। এই বিষয়টির আলোচনা খুবই বিতর্কিত এবং স্পর্শকাতর। তবে এটা আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারি না আগের যুগের শিক্ষকদের কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারিনি—বোধ হয় কোন-দিন পারবও না। এটা আমার নিজস্ব অনুভূতি। অনেকে এ প্রসঙ্গে বর্তমান শিক্ষা-নীতির সঙ্গে অতীতের শিক্ষাব্যবস্থার পরি-কাঠামোর তুলনা টেনে আনতে পারেন। আনতে পারেন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক সমস্যার কথা। আনতে পারেন মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র। কিন্তু আমি বিনীতভাবে এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে বলতে চাই—আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে শৈথিল্য এসেছে। নিষ্ঠার অভাব ধরা পড়ে যাচ্ছে। শিক্ষক দিবসে যদি আমরা আত্মসমীক্ষা করি, বিবেকের দর্পণে নিজেদের প্রতিফলিত করি—এই অপ্রিয় সত্য বোধহয় ঢাকা পড়বে না।

শিক্ষকেরা সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজ-মনও শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। কাজেই সমাজের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা আছে সেটা স্মরণ করে যদি আমরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শ্রেণী-কক্ষে সঠিকভাবে পালন করি তবে অনেকটা কর্তব্য পালন করা হবে।

একটি কথা এ আলোচনায় এসে পড়ে। বর্তমান যুগের শিক্ষকেরা আর্থিক দিক দিয়ে পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক ভালো আছেন। এটা তো ভালই। 'বুনো রামনাথের' ব্রাহ্মণীর মত আমাদের ঘরণীরা দারিদ্র্যের অহঙ্কার করেন না, প্রযুক্তির যুগে আরও স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখেন। এটা ঠিকই শিক্ষকদের স্বাচ্ছন্দ্য পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষকেরা যদি সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য পরিশ্রম করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন তবে অপরাধটা কোথায়? তবে যাঁরা আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়েই বেশী নিযুক্ত থাকেন—বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন গৌণ, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা নাই, নাই আন্তরিকতা তাঁদের ভূমিকা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়।

বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের একটা সম্মানজনক আর্থিক নিরপত্তার ঘেরাটোপে এনেছেন। চাকুরীর নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়েছে। দেরী হলেও অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। এটা আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারি না। হয়তো সব কিছু করা যায়নি। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। তবে সবকিছুর সার্থক রূপায়ণ একদিনে আসে না—পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েই আসে। এখানেই শিক্ষকসমাজের একটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকা দরকার। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী সমান মেধার নয় ঠিকই; কিন্তু আমরা বোধ হয় আন্তরিক হলে তাদের কিছুটা পরিবর্ত্তন আনতে পারি। এখানে অভিভাবকদের ভূমিকার কথাও এসে পড়ে। এই দিকটি ভেবেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অভিভাবক-শিক্ষকদের মিলিত সভা নিয়মিত-ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বলতে দ্বিধা নাই—১৯৯৫ থেকে শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত থেকে মিলিত (৩য় পৃষ্ঠায়)

হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন বন্ধ

বিশেষ সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বিতীয় দফায় নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা দশমাস কাজ করেও বেতন পাচ্ছেন না হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার বলে। ফলে যাঁরা অন্য কাজ ছেড়ে শিক্ষকরূপে যোগ দেন তাঁদের অনেকে পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। খবর ১৯৮৬ সালের প্যানেলভুক্ত প্রার্থীরা কেন নিয়োগপত্র পেলেন না এ ব্যাপারে এক রিট পিটিশনের ফলেই মহামান্য আদালতের এই নিষেধাজ্ঞা। নবনিযুক্ত শিক্ষকরা মহাভাবনায় পড়েছেন তাঁদের চাকরী থাকবে কিনা? অবশ্য কর্তৃপক্ষ মহল জানান নবনিযুক্তদের চিন্তার কিছু নেই। তাঁদের চাকরী থাকবে ও কোর্টের নিষেধাজ্ঞা তোলার চেষ্টা হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেই তাঁরা বেতন পাবেন।

রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা শিবির

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ আগষ্ট স্থানীয় মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ও ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালনায় রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার এক শিবির খোলা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ সি, আর, সামন্ত। এই শিবির পরিচালনায় বিশেষ অংশ নেন লায়ন্স ক্লাব ও ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে পার্থসারথি নাথ, ইন্দ্রজিৎ ঘোষাল, সুরেশ মিশ্র, পীযুষকান্তি প্রামাণিক ও আশীষ চক্রবর্ত্তী। ক্যাম্পে ঐদিন মোট ১০৭ জনের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা হয়।

সমাজসেবী মহিলার জীবনাবসান

অরঙ্গাবাদ : গত ৭ আগষ্ট এই মহকুমার সমাজসেবী মহিলা নন্দিতা গুপ্ত ৬৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। অরঙ্গাবাদের চিকিৎসক প্রয়াত অশোক গুপ্তের সহধর্মিণী নন্দিতা গুপ্ত গত ৫ বছর ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। তিনি বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অরঙ্গাবাদ, দহরপাড় ও মহেশাইল মহিলা সমিতির সম্পাদক, জেলা রেডক্রস সোসাইটির সদস্যা এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

ফরাক্কা : গত ২৫ আগষ্ট বেনিয়াগ্রাম তামেশ্বর মাঠে স্বাধীনতার ৫০ বৎসর উপলক্ষে স্থানীয় নেতাজী সংঘ এক দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ফাইনালে জাফরগঞ্জের ফাইভষ্টার ক্লাব নেতাজী সংঘকে ১—০ গোলে হারিয়ে চাম্পিয়ান হয়। খেলায় মোট ৮টি দল যোগ দেয়।

শিক্ষক দিবস (২য় পৃষ্ঠার পর)

পূর্ণাঙ্গ সভা দেখার সুযোগ পাইনি! আমরা অনেকেই পণ্ডিতমন্যতায় ভুগি। আমি এই বিষয় ভালো জানি, আমার মত এই বিষয় কেও পড়াতে পারেন না—এই ধরনের অহংকেন্দ্রিক মানসিকতা মোটেই কাম্য নয়। কারণ, 'শিক্ষকতা' পেশার সাথে যুক্ত না হয়েও অনেকে যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যালয়ের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন। জ্ঞান অনন্ত। 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' 'শিক্ষক দিবস' মানেই প্রয়াত বিশ্ববন্দিত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ রাধাকৃষ্ণাণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, তাঁর জীবনদর্শন আলোচনা, কবিতাপাঠ, কিছু গান নয়। 'শিক্ষক দিবস' আমাদের আত্মসমীক্ষার দিবস। 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'—উপনিষদের এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। অন্ততঃ সীমিত সংখ্যক ছাত্রদের যদি আলোর পথের সন্ধান দিতে পারি তবেই 'মানুষ গড়ার কারিগর' এই বিশেষণটিকে কিছুটা সম্মানিত করা হবে। বোধ হয় এই প্রচেষ্টাই হবে শিক্ষক রাধাকৃষ্ণাণের প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

ত্রাণ ব্যবস্থা অপ্রতুল (১ম পৃষ্ঠার পর)

আরোও ২০ মেট্রিকটন গম আসছে। বন্যার প্রথম দিকে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক, সুতী ২, সামসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লক থেকে বন্যার্তদের চিঁড়ে, গুড় প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ফরাক্কা ব্যারেজ দিয়ে গঙ্গার জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে বলে খবর। এখনও প্রতিদিন প্রায়ই বৃষ্টি যেভাবে হচ্ছে তাতে আরো জল বৃদ্ধির আশংকা দেখা দিয়েছে। গঙ্গার ধারে বসবাসকারী রঘুনাথগঞ্জ পুরশহরের মানুষ জনও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সর্বশেষ খবরে মহকুমাশাসকের কাছ থেকে জানা যায় ফরাক্কা ব্লকের ৪৯টি গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ৪৪ হাজার মানুষ জলমগ্ন। ২ হাজার বসতবাড়ী ভেঙ্গে পড়ায় ৩১২৩ জনকে অন্যত্র সরাতে হয়েছে। ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। ৩২টি উদ্ধার ত্রাণ ও আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সামসেরগঞ্জ ব্লকের ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি গ্রামের ১৫ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২১৫টি। উদ্ধার করে ২ হাজার মানুষকে ৭টি আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আনা হয়েছে। ধুলিয়ান পুর এলাকায় ৩টি আশ্রয় কেন্দ্র খুলে দুর্গতদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সুতী ২নং ব্লকে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯টি গ্রামের ৬০০ পরিবারের প্রায় ২ হাজার মানুষ গৃহহারা হয়েছেন। ৪টি আশ্রয় কেন্দ্রে তাঁদের রাখা হয়েছে। সুতী ১নং ব্লকে ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টি গ্রামের ৮২টি পরিবারের মানুষ সর্বহারা। ১০৮টি বাড়ী ধ্বসে পড়েছে। আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে মাত্র ১টি। রঘুনাথগঞ্জ ২নং এর ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৭টি গ্রামের ৫২ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ৭টি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে ১৩০টি পরিবারকে। জঙ্গিপুর পৌর এলাকার ৮নং ওয়ার্ডে জল ঢুকে পড়ায় ১৫০০ মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে আনা হয়েছে।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৮ আগষ্টের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' 'এ পি এফ কমিশনারের নির্দেশের প্রতিবাদে বিড়ি ধর্ম্মঘট' শীর্ষক সংবাদে আসাম বিড়ি ফ্যাক্টরীর জায়গায় মনটু বিড়ি কোং প্রাঃ লিঃ পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত। —সম্পাদক

জমি বিক্রয়

হরিদাসনগরের কেন্দ্রস্থলে উত্তম পরিবেশে প্রশস্থ রাস্তার পাশে বাসযোগ্য ২/২½ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ—

বঙ্কিমচন্দ্র নাথ / পার্থসারথি নাথ
ফোন নং (৬৬১৭২) ফোন নং ৬৬২৭২
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জঙ্গীপুর সাবডিভিশনাল বিড়ি মুন্সী ইউনিয়ন (Regd. No. 21087) এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে (১৯৯৬—৯৭ কর্মবৎসরের মধ্যে) সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষ ভুল বুঝিয়ে বিড়ি সংক্রান্ত কোন বেআইনী শর্তে বা P. F. সংক্রান্ত কোন কাগজে সই করিয়ে নিলে সে কাগজ বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

যদি কোন মালিক তা করিয়ে নেন বা নিয়ে থাকেন তাহলে তা তার নিজ দায়িত্বে করবেন। মুন্সীদের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

সাধারণ সম্পাদক
জঙ্গীপুর সাবডিভিশনাল বিড়ি
মুন্সী ইউনিয়ন

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে পুরসভার নিকট সদর রাস্তার উপর পুরাতন বাড়ীসহ ১১ শতক জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট)
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

খুনের মামলার আসামী খুন

ফরাক্কা ঃ গত ৩০ আগষ্ট মধ্যরাতে এই ব্লকের চণ্ডীপুর গ্রামের কৃষ্ণ মণ্ডল (৪২) বোমার ঘায়ে মারা যান। খবর ঘটনার দিন রাতে মনসাগানের আসরে তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হলে বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানা যায় তিনি কংগ্রেস সদস্য হলেও পূর্বে সিপিএম সদস্য ছিলেন। বিগত ৯২ সালে ঐ গ্রামের স্বপন মণ্ডল ও গোপাল মণ্ডলকে খুনের অভিযোগে কৃষ্ণ মণ্ডল অন্যতম আসামী ছিলেন। ব্যারেজ কর্মী কৃষ্ণ মণ্ডলকে সে কারণে চাকরী থেকে সাসপেণ্ড করা হয়। তাঁর স্ত্রী ফরাক্কা থানায় একটি এফ আই আর দায়ের করলে পুলিশ ১৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয়।

হিন্দু মিলন মন্দিরের রাখী পূর্ণিমা (১ম পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বিকেলে মিলন মন্দিরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলার সময়। অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রমের কার্ত্তিক মহারাজ। কিন্তু আশীষ রুদ্র তাতে নাকি সম্মত না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে রীতিমত বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয় যা উপস্থিত দর্শকদের দৃষ্টিকটু লাগে বলে জানা যায়। অন্যদিকে মিলন মন্দিরের অপর সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী ঐ দিনের সমস্ত ঘটনাকে দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেন ও এ ব্যাপারে হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

West Bengal Government

TENDER NOTICE

The Superintendent Engineer, Central Circle, Berhampore invites sealed tender for Raising Perimeter Wall from 14′—0″ to 18′—0″ of Berhampore Central Jail at Berhampore during 1996-97. Last date of receiving application for permission of purchasing tender is 19. 9. 96 upto 2 p.m. Last date of receipt of tender is 27. 9. 96. For further details please contact above office.

Sd/-
Superintending Engineer
Central Circle, P. W. D.

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :
Bharat Electronics
Raghunathganj ✪ Phone : 66-321
Sengupta Elcetronics
Raghunathganj, Murshidabad

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার)
রেজিষ্ট্রী নং ২০ ॥ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

॥ সততাই আমাদের মূলধন ॥

সনাতন দাস সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।